পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিকেএসএফ

ত্রৈমাসিক

তথ্য সাময়িকী

২০১৫ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৪২২ শ্রাবণ-আশ্বিন

সূচি

পিকেএসএফ-এর ৪র্থ সাধারণ সভা এবং পরিচালনা পর্ষদের সভা ১

Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) Project ২

পিকেএসএফ এবং বিএলআরআই-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ২

সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন ৩

গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করে লাভবান হয়েছেন মামুনুর রশীদ ৪

সংযোগভুক্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের সমন্বয় সভা ৫

LIFT কর্মসূচির নতুন উদ্যোগ কুঁচিয়া মোটাতাজাকরণ ৫

কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (CCCP)-এর কার্যক্রম ৬

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি ৭

ইউপিপি-উজ্জীবিত কার্যক্রম ৮

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৯

গবেষণা বিভাগ ১০

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র ১১

SEIP: পিকেএসএফ-এর নতুন প্রকল্প ১২

পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
(পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮৮০-২-৯১২৬২৪০-৩
৮৮০-২-৯১৪০০৫৬-৯
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল : pksf@pksf-bd.org
ওয়েব : www.pksf-bd.org

পিকেএসএফ-এর ৪র্থ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ-এর চতুর্থ সাধারণ সভা বিগত ২৯ জুন ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দের মধ্যে ড.এ.কে.এম. নূর-উন-নবী, ড. মিহির কান্তি মজুমদার, জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, মিজ. নিহাদ কবির, প্রফেসর এম. এ. বাকী খলীলী, মিসেস বুলবুল মহলানবীশ, জনাব মোঃ এমরানুল হক চৌধুরী, বেগম রাজিয়া হোসেন, জনাব নাজির আহমেদ খান, ড. নাজনিন আহমেদ, প্রফেসর শফি আহমেদ, জনাব মুন্সি ফয়েজ আহমেদ, বেগম মনোয়ারা হাকিম আলী এবং জনাব মোঃ আবদুল করিম সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ডের ওপর সংস্থার সভাপতি মহোদয় বিস্তারিত বিবরণী ও ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিসহ বৈচিত্র্যময় এবং বহুমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন যে, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি পিকেএসএফ তাদের সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি অনুষঙ্গের দিকেও বর্তমানে বিশেষভাবে নজর দিচ্ছে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় তৃণমূল পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ দেশের কিছু দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় কাজ করে যাচ্ছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত/পরামর্শ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন। সভায় পিকেএসএফ-এর ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩,০২০.০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদের সভা

পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের ১৯৭তম ও ১৯৮তম সভা বিগত ২৯ জুন এবং ৩০ আগস্ট ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ড. এ. কে. এম. নূর-উন-নবী, জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এবং জনাব মোঃ আবদুল করিম সভায় উপস্থিত ছিলেন। ১৯৭তম সভায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করা হয়। পরিচালনা পর্ষদ উপস্থাপিত বাজেটের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করে এবং সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক তা অনুমোদনের সুপারিশ করে। পরিচালনা পর্ষদ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিপণনের জন্য ই-মার্কেট প্লাটফরম স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করে। জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩-এর আলোকে সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে প্রবীণদের জন্য সামাজিক কেন্দ্র স্থাপনসহ বিভিন্ন সেবা ও সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে **অসচ্ছল প্রবীণদের জন্য গৃহীতব্য কর্মসূচি ও নীতিমালা** অনুমোদন করে। এছাড়া পর্ষদ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আয়োজনের লক্ষ্যে **সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক কর্মসূচি** গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন করে।

১৯৮তম সভায় বিশ্বব্যাংকের কর্মসূচিভিত্তিক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্যসম্মত গ্রামীণ স্যানিটেশন কার্যক্রমে পিকেএসএফ-এর সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি অনুমোদন করে। এছাড়া, সভায় ২৮টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) Project

প্রকল্পের প্রারম্ভিক কার্যাদি মূল্যায়ন

PACE প্রকল্পের প্রারম্ভিক কার্যাদি মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের অর্থায়নকারী সংস্থা আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর তত্ত্বাবধান মিশন গত ৩০ আগস্ট হতে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ইফাদের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ম্যানেজার Mr. Hubert Boirard-এর নেতৃত্বে ৮ সদস্য বিশিষ্ট এই মিশন ৭টি জেলায় প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক বিভাগের সাথে এই মিশনের সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ব্যাংক ও আর্থিক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব গোকুল চাঁদ দাস সভাপতিত্ব করেন। পিকেএসএফ-এর পক্ষ হতে জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম-১) এবং জনাব আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী, PACE প্রকল্প ও মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম-১) এই সভায় অংশগ্রহণ করেন।

ই-মার্কেট প্লাটফরম

ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে ইন্টারনেটভিত্তিক বিপণন সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পিকেএসএফ PACE প্রকল্পের আওতায় একটি ই-মার্কেট পাটফরম স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উক্ত ই-মার্কেট পাটফরমের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন ও ক্রয় বিক্রয় করা সম্ভব হবে এবং এর সহায়তায় ক্ষুদ্র-উদ্যোগ খাতে উৎপাদিত পণ্যের ব্র্যান্ডিং করা সহজ হবে।

ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

PACE প্রকল্পের আওতায় গত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৫ সময়কালে তিনটি ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে:

চর অঞ্চলে গাভী পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি: উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা **সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (এসএসএস)** কর্তৃক টাঙ্গাইল জেলার ৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫,০০০ জন গাভী পালনকারী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও প্রযুক্তি এবং বিপণন সহায়তা পাবে।

ব্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি: উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলার ৩টি উপজেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৬,০০০ জন ছাগল পালনকারী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, কারিগরি, প্রযুক্তি এবং বিপণন সহায়তা পাবে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা **ওয়েভ ফাউন্ডেশন** মাঠ পর্যায়ে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

কাঁকড়া চাষ প্রকল্প: উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা **নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন** কর্তৃক সাতক্ষীরা জেলার ৩টি উপজেলা এবং খুলনা জেলার ২টি উপজেলাসহ মোট ৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৬০০০ জন উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, কারিগরি, প্রযুক্তি এবং বিপণন সহায়তা প্রদানসহ এ সম্ভাবনাময় সাব-সেক্টরের যাবতীয় বাধা অপসারণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বেইজলাইন সার্ভের সূচনা

পিকেএসএফ ও আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর যৌথ অর্থায়নে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন PACE প্রকল্পের বেইজলাইন সার্ভে সম্পাদনের জন্যে পিকেএসএফ Development Technical Consultants Pvt. Ltd (DTCL) শীর্ষক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ১০ আগস্ট ২০১৫ একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে। জনাব মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), পিকেএসএফ এবং ড. এম. এম. আমির হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, DTCL স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন। PACE প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আগামী তিন মাসের মধ্যে এ জরিপ কাজ শেষ করবে।

পিকেএসএফ এবং বিএলআরআই-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৫ তারিখে ফাউণ্ডেশনের 'কৃষি ইউনিট' ও 'প্রাণিসম্পদ ইউনিট'-এর আওতায় পিকেএসএফ এবং বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Livestock Research Institute: BLRI)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের এবং BLRI -এর মহাপরিচালক ড. নজরুল ইসলাম। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

এছাড়াও জনাব এ. কিউ. এম. গোলাম মাওলা, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম); ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রাণিসম্পদ)সহ পিকেএসএফ-এর অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং BLRI-এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. রেজিয়া খাতুন উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্য হলো, BLRI-এর সহযোগিতায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে সদস্য পর্যায়ে প্রাণিসম্পদভিত্তিক প্যাকেজ (যেমন: গরু মোটাতাজাকরণ, কোয়েল পালন ইত্যাদি) ও প্রযুক্তি (যেমন: বাণিজ্যিক খামারে মুরগির জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি) সরবরাহ, প্রযুক্তি বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান, সংশিষ্ট প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান।

সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন

• পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বিগত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে সহযোগী সংস্থা **হীড বাংলাদেশ** পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি সংস্থার **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলাধীন পাঁচগাঁও ইউনিয়নে ভিক্ষুক পুনর্বাসন, সেলাই প্রশিক্ষণ ও টয়লেট কমপেক্স স্থাপন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এছাড়াও মুন্সিবাজার ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে আয়োজিত সভায় সহযোগী সংস্থা **হীড বাংলাদেশ**-এর আওতায় **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির নতুন ইউনিয়ন হিসাবে মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলাধীন মুন্সিবাজার ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন তাঁর সাথে ছিলেন।

• বিগত ২৩-২৪ জুলাই ২০১৫ পিকেএসএফ-এর **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় চট্টগ্রাম বিভাগে কর্মরত ২০টি সহযোগী সংস্থার সমন্বয়ে এক বিভাগীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রধান ঋণ কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন সমন্বয়কারীগণ উপস্থিত ছিলেন। **সমৃদ্ধি কর্মসূচির বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ** বিষয়ক এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ও **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির টীম লিডার জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব দীপেন কুমার সাহা এবং প্রোগ্রাম অফিসার জনাব মোঃ মাসুম কবির উপস্থিত ছিলেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি'র আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম-ঋণ, সম্পদ সৃষ্টি ঋণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে বিতরণ করা হয়। **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে। **সমৃদ্ধি** পিকেএসএফ-এর একটি সমন্বিত কর্মসূচি। এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বের সাথে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে হবে।

• পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বিগত ৩১ আগস্ট ২০১৫ চট্টগ্রামস্থ সহযোগী সংস্থা **প্রত্যাশী** পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি সংস্থার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও সাংগঠনিক বিষয়াদি নিয়ে সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের সাথে মতবিনিময় করেন।

• বিগত ২৭ আগস্ট ২০১৫ পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের চট্টগ্রামস্থ সহযোগী সংস্থা **প্রত্যাশী** পরিদর্শন করেন। তিনি **প্রত্যাশী হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট সেন্টার**-এ সংস্থার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা **ভিশন ২০২০**-এর ওপর আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, কোন কিছু বাস্তবায়ন করার জন্য অবশ্যই স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা করতে হবে। অনেকসময় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। কারণ বর্তমান সময়ে প্রযুক্তি খুব তাড়াতাড়ি পরিবর্তিত হচ্ছে। ২০ বছরের পরিকল্পনার মধ্যে যদি তিন-চারবার প্রযুক্তি পরিবর্তন হয়, তাহলে তার কোন সুফলন পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, আমাদের Horizontal Expansion এর চাইতে Vertical Expansion এর দিকে বেশি মনোযোগী হতে হবে।

• বিগত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন মৌলভীবাজার জেলায় কর্মরত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা **পাতাকুঁড়ি সোসাইটি** পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি শ্রীমঙ্গল উপজেলাধীন সাতগাঁও ইউনিয়নে চলমান **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি'র বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় সভায় সাতগাঁও ইউনিয়নে বসবাসরত চা- শ্রমিকদের মানবেতর জীবন-যাপনের চিত্র তুলে ধরা হয়। সংস্থার প্রধান নির্বাহী চলমান **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি'র বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি চা শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি'র চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশেষায়িত কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা উলেখ করেন।

পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি'র ইউনিয়ন সমন্বয়কারী, স্বাস্থ্য সহকারী, স্বাস্থ্যসেবিকা ও শিক্ষিকাদের সাথে একটি পৃথক সভায় মিলিত হন। এসময় তিনি উপস্থিত ২ জন পুনর্বাসিত ভিক্ষুক সদস্য ও বিশেষ চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে সফলভাবে চোখের ছানিমুক্ত ২ জন সদস্যের সাথে মতবিনিময় করেন।

তিনি সাতগাঁও চা-বাগানে একটি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি হুগলীছড়া চা-বাগানে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় শনু ব্যানার্জীকে প্রদানকৃত গাভী, ভ্যান এবং মুদি দোকান পরিদর্শন করেন। তিনি মাকড়িছড়া চা-বাগানে ভারতী সাঁওতালের **সমৃদ্ধ বাড়ি** পরিদর্শন করেন। মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন শেষে তিনি সংস্থার প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

• বিগত ২০ থেকে ২১ আগস্ট ২০১৫ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থা **দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র** পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি সংস্থার **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি সংস্থার **সমৃদ্ধি** কার্যক্রমের ভার্মি কম্পোস্ট এবং একটি প্রবীণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

• পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের বিগত ১১ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ রাজশাহী জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থা **আশ্রয়** পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত **ভ্যালু চেইন কর্মসূচি ও বরেন্দ্র এলাকায় বিদ্যমান ব্যবসাগুচ্ছ জরিপ** বিষয়ক এক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

তিনি গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির জন্য ভ্যালু চেইনের গুরুত্ব এবং পিকেএসএফ-এর PACE প্রকল্পের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, মানসম্পন্ন পণ্য, আকর্ষণীয় প্যাকেট, নতুন প্রযুক্তি এসবের মাধ্যমে ভ্যালু চেইন কার্যক্রমের সুফল পাওয়া যেতে পারে। মানুষের পূর্ণকালীন কর্মসংস্থানের জন্য উৎপাদনের সকল পর্যায়ে ভ্যালু সংযুক্ত করা জরুরি বলে তিনি মনে করেন।

• বিগত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের সহযোগী সংস্থা **সিদীপ**-এর সোনারগাঁ উপজেলার মুন্সিগঞ্জ শাখা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি মুন্সিগঞ্জ শাখার আওতাধীন শাখারীবাজার মহিলা সমিতির ১৬ জন মিনি গার্মেন্টস উদ্যোক্তার সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় সভায় মিনি গার্মেন্টসে তৈরি পোশাকের কাঁচামাল সংগ্রহ, বাজারজাতকরণ এবং উৎপাদনের সাথে জড়িত শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধাসহ সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

মতবিনিময় সভা শেষে তিনি দু'জন উদ্যোক্তার দু'টি মিনি গার্মেন্টস প্রকল্প পরিদর্শন করেন। উভয় ফ্যাক্টরিতে বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরনের পোশাক তৈরি করা হয়। এরপর তিনি মুন্সিগঞ্জ শাখা অফিসের সকল কর্মকর্তাদের খোঁজ-খবর নেন এবং সমিতি ও সদস্যদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করে লাভবান হয়েছেন মামুনুর রশীদ

জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার আয়মা জামালপুর গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক মামুনুর রশীদ। প্রায় পুরো বছরই কমবেশি অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে দিন কাটে রশীদের। পরিবারের সদস্যদের মৌলিক চাহিদা পূরণে হিমশিম খেতে হয় তাকে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে তার এই অভাব চরমে পৌঁছে। ঠিকভাবে তিনবেলা খাবারের যোগান দেয়াও তখন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। গ্রীষ্মকালে ঐ এলাকার প্রায় সব কৃষকের ঘরেই দেখা যায় অভাবের এই চিত্র। একদিকে অভাব, তার ওপর আবার রোপা আমন চাষের খরচ। সব মিলিয়ে কৃষকেরা চোখে অন্ধকার দেখেন।

এই দুরবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মামুনুর রশীদ পিকেএসএফ থেকে ৫০ হাজার টাকা অনুদান নিয়ে শুরু করেন গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ। বারি হাইব্রিড টমেটো-৪ জাতের এই টমেটো চাষে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান করছে স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা **জাকস ফাউন্ডেশন**। টমেটো চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন মামুন। প্রথমে তিনি ৪০ শতাংশ জমিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করেন। জুলাই মাসের ১ তারিখে চারা রোপণ করে ৫০ দিনের পরিচর্যায় গাছে টমেটো আসে।

বর্তমানে প্রতিদিন ৬০ থেকে ৭০ কেজি পাকা টমেটো বাজারে বিক্রি করছেন মামুনুর রশীদ। এ পর্যন্ত প্রায় ২০ মণ টমেটো বিক্রি করেছেন তিনি। বাজারে ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে এই টমেটো। শিলা, ঝড় ও বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য পুরো জমি মোটা পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। কোনো প্রকার কীটনাশক ব্যবহার করেননি।

এলাকার সবজি চাষী হিসেবে ইতোমধ্যে সুনাম অর্জন করেছেন মামুনুর রশীদ। মৌসুমভেদে পটল, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লতিরাজ কচু, আদা এবং হলুদও চাষ করেন তিনি। নিজস্ব কিছু জমির পাশাপাশি বর্গা নেয়া সাড়ে ৪ বিঘা জমিতে নানা জাতের সবজি চাষ করেন। তার সফলতা দেখে পরিবার ও প্রতিবেশিদের মধ্যে অনেকেই টমেটো চাষে আগ্রহী হয়েছেন। অনেকে টমেটো চাষ করে লাভবান হয়েছেন। রোপা আমন লাগানোর পর এই সময় গ্রামের মানুষের হাতে তেমন টাকা পয়সা থাকে না। ফলে আর্থিক দৈন্যতার মধ্যে চলতে হয় গ্রামের কৃষকদের। গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ পুষ্টির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি কৃষকদের আর্থিক দৈন্য থেকেও রক্ষা করতে পারে বলে মনে করেন তাদের অনেকে।

সংযোগভুক্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের সমন্বয় সভা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) ২০০৬ সাল থেকে দেশের উত্তরাঞ্চলের রংপুর বিভাগের মঙ্গাপীড়িত অতিদরিদ্র খানাসমূহের মঙ্গা দূরীকরণের লক্ষ্যে 'Programmed Initiatives for Monga Eradication (PRIME)' বা 'মঙ্গা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ (সংযোগ)' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। **সংযোগ** কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো মঙ্গা/মঙ্গাসদৃশ পরিস্থিতির কারণে আক্রান্ত পরিবারের সদস্যদের জন্য বছরব্যাপী মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান ও স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। বর্তমানে 'সংযোগ' বা 'PRIME' কর্মসূচি পিকেএসএফ-এর ২৪টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সংযোগ কর্মসূচির আওতায় অতিদরিদ্র সদস্যদের দুই ধরনের আর্থিক সেবা প্রদান করা হয়- নমনীয় সহনীয় ক্ষুদ্রঋণ ও আপৎকালীন ঋণ। কর্মসূচির আওতায় অতিদরিদ্র সদস্যদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কৃষিজ ও অকৃষিজ বিষয়ক আইজিএ-তে দক্ষতা উন্নয়নমূলক এবং বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি/বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

মঙ্গা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ (সংযোগ) কর্মসূচি-এর আওতায় বিগত ২৩ আগস্ট ২০১৫ পিকেএসএফ ভবনে সংযোগভুক্ত সংস্থাসমূহের একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় **সংযোগ** কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী ২৪টি সহযোগী সংস্থা অংশগ্রহণ করে।

জনাব এ.কিউ.এম. গোলাম মাওলা, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) এবং টীম লিডার PROSPER সভায় সভাপতিত্ব করেন। জনাব মোঃ রকিবুল ইসলাম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গ্রোথ ও প্রাইভেট সেক্টর, ডিএফআইডি এবং ড. রিয়াজুল ইসলাম, ইন্টারন্যাশনাল টিম লিডার এই সমন্বয় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রকল্প সমন্বয়কারী ও আইজিএ বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় **সংযোগ** কর্মসূচির অগ্রগতি, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বরাদ্দ বাস্তবায়ন এবং সংযোগভুক্ত সদস্যদের পর্যায়ভিত্তিক বিভাজনের ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া, ডিএফআইডি-এর পক্ষ থেকে PROSPER প্রকল্পের Fraud ও Risk রেজিস্টার সংরক্ষণের ওপর একটি বিশেষ উপস্থাপনা প্রদান করা হয়।

LIFT কর্মসূচির নতুন উদ্যোগ কুঁচিয়া মোটাতাজাকরণ

LIFT কর্মসূচির আওতায় অতিদরিদ্রতা দূরীকরণে নানাবিধ উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগ মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এসকল উদ্যোগের ফলাফল পর্যালোচনায় উপযুক্ত ও টেকসই বিবেচিত উদ্যোগসমূহ পিকেএসএফ-এর সামগ্রিক অতিদারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে ৪৪টি সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ-এর ৪২টি সহযোগী সংস্থা এবং ১৭টি বহিঃসংস্থার মাধ্যমে বর্তমানে দেশের ৪০টি জেলায় এ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় নানাবিধ আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবার মাধ্যমে লক্ষাধিক দরিদ্র সদস্যের সৃজনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় কুঁচিয়া মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি একটি উলেখযোগ্য উদ্যোগ।

আমাদের দেশে কুঁচিয়া সাধারণত মাইটা কুঁচিয়া নামে পরিচিত। এটি একটি পুষ্টিকর ও সুস্বাদু মাছ। আদিবাসী সমাজ ছাড়াও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একাংশ কুঁচিয়া খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এছাড়াও কুঁচিয়া দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরার টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছর ধরে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, চীন, হংকং, তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিশ্বের ১৫টি দেশে কুঁচিয়া রপ্তানি করে আসছে। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য মতে, ২০০৮-০৯ সালে কুঁচিয়া রপ্তানি করে বাংলাদেশ আয় করেছে ২.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ১৪.৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশের জাতীয় আয় ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

পিকেএসএফ-এর **সংযোগ** কর্মসূচির আওতায় সীমিত পরিসরে ৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পাইলটিং আকারে মোট ৩৭টি পরিবারভিত্তিক কুঁচিয়ার প্রদর্শনী খামার স্থাপিত হয়েছে। এসব খামারে কুঁচিয়া মোটাতাজা করে পরিবারের অন্যান্য কাজের পাশাপাশি সদস্যরা মাসিক প্রায় ২৫০০ টাকা হতে ৩৫০০ টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারছে।

মাঠ পর্যায়ে কুঁচিয়া পালনের এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পিকেএসএফ দেশের নির্বাচিত কিছু এলাকায় সদস্য পর্যায়ে *কুঁচিয়া চাষ* তথা *কুঁচিয়া মোটাতাজাকরণ* কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রাথমিকভাবে পাইলটিং আকারে মোট ১৫০ জন সদস্যকে এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে **প্রাকৃতিক উপায়ে কুঁচিয়ার বংশবিস্তারের সুযোগ এবং পারিবারভিত্তিক কুঁচিয়া খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি** শীর্ষক দুই বছর মেয়াদি উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য সহযোগী সংস্থা **নওয়াঁবেকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)** এবং **উন্নয়ন**-এর অনুকূলে সংস্থাপ্রতি ১০,০০,০০০ টাকা ঋণ এবং ১০,১৯,০০০ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

সহযোগী সংস্থা **এনজিএফ** সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও কালীগঞ্জ উপজেলাসহ খুলনার পাইকগাছা উপজেলায় এবং সহযোগী সংস্থা **উন্নয়ন** সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। দেশের লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকাসমূহের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণার্থে পিকেএসএফ থেকে এ ধরনের কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগে সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (CCCP)-এর কার্যক্রম

মাঠ পর্যায়ে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন

বর্তমানে ১৫টি জেলায় উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার (পিআইপি) মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ৪১টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে প্রধানত বসতভিটা উঁচুকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল স্থাপন, উপকারভোগীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী খামার, চর এলাকায় মিষ্টি কুমড়া চাষ, উপকূলীয় অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানির জন্য পুকুর পুনঃখনন, খাল পুনঃখনন, বন্যা এলাকায় সংযোগ সড়ক উঁচুকরণ/মেরামত, পরিবেশবান্ধব উন্নত চুলা স্থাপন, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে।

মাঠ পর্যায়ে কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি

গত ত্রৈমাসিকে CCCP'র আওতায় এনজিওদের মাধ্যমে সর্বমোট ২৬২ জন উপকারভোগীর বসতভিটা উঁচু করা হয়েছে। নিরাপদ বিশুদ্ধ খাবার পানি কমিউনিটির উপকারভোগীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি মৌলিক উপাদান। পিআইপি কর্তৃক এই সময়ে সর্বমোট ২৬০টি নলকূপ এবং ২৭৬টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। বিপন্ন জনগোষ্ঠীকে বন্যামুক্ত রাখতে ৩টি বন্যা আশ্রয়-কেন্দ্র উঁচু করা হয়েছে। ৯৩৭টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৮৭৩ জন উপকারভোগীকে পরিবেশবান্ধব উন্নত চুলা বিতরণ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ধারণা হিসেবে সর্বমোট ১২৯ জনকে কাঁকড়া পালনে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২১০ জন উপকারভোগীকে প্রাকৃতিক জৈব সার উৎপাদনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন কর্মকাণ্ডের আওতায় ২,২৩৫ জন উপকারভোগীকে ছাগল পালনের ঘর এবং কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৫৪৮ জন উপকারভোগীকে হাঁস/মুরগি পালনের ঘর এবং এ সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

জলবায়ু অর্থায়নের ওপর কর্মশালা

CCCP প্রকল্পের আওতায় বিগত ২ জুলাই ২০১৫ Climate Financing বা জলবায়ু অর্থায়নের ওপর একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, জলবায়ু বিশেষজ্ঞ, সরকারি কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। কর্মশালায় জলবায়ু অর্থায়নের ওপর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

কর্মশালায় আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ, পিকেএসএফ। জাতীয় জলবায়ু অর্থায়নের ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব রাশেদুল ইসলাম, সচিব, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট।

কপ-২১ এবং প্যারিস চুক্তি নিয়ে সেমিনার

বিগত ৩০ আগস্ট ২০১৫ পিকেএসএফ-এর সম্মেলন কক্ষে Road Towards Paris নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ এবং ফ্রেন্ডশীপ-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সেমিনারে পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সভাপতিত্ব করেন। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং জনাব শ্যামসুন্দর সিকদার, সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

ফ্রেন্ডশীপের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব রুনা খান এবং CCCP-এর প্রকল্প সমন্বয়কারী ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমদ সেমিনারে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়াও বৈশ্বিক উষ্ণতা মোকাবিলায় কমিউনিটি পর্যায়ে অভিযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কেও তাঁরা আলোচনা করেন। জনাব শ্যামসুন্দর সিকদার এবং ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য COP-21 সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় নিয়ে অংশগ্রহণকারীগণ অভিমত প্রকাশ করেন।

ভিয়েতনামে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর

বিগত ২৪-৩০ জুলাই ২০১৫ ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ-এর নেতৃত্বে পিকেএসএফ-এর ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল ভিয়েতনামে Climate Change Adaptation and Crab Fattening শীর্ষক অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে অংশগ্রহণ করেন। ভিয়েতনামের Center for Education and Community Development (CECD) প্রতিষ্ঠান উক্ত সফরের সমন্বয় করে। ভিয়েতনামের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাথে বাংলাদেশের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। ভিয়েতনাম জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলার বিভিন্ন অভিযোজন কৌশল উদ্ভাবন করেছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সেদেশে উদ্ভাবিত কৌশলগুলো বাংলাদেশে ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই-এর জন্য এ অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি

বিভাগীয় কর্মশালা

সমৃদ্ধি কর্মসূচির বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণ বিষয়ক ৭টি বিভাগীয় কর্মশালা বিগত আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে আয়োজন করা হয়। কর্মশালাসমূহে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের ১৪৩ জন ইউনিয়ন সমন্বয়কারী ও ১১০ জন প্রধান ঋণ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

২৩-২৪ জুলাই ২০১৫ চট্টগ্রাম বিভাগে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় মোট ৪৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এরমধ্যে ২৮ জন ইউনিয়ন সমন্বয়কারী এবং ২০ জন প্রধান ঋণ সমন্বয়কারী। ৮-৯ আগস্ট বরিশাল বিভাগে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় মোট ২২ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এরমধ্যে ১২ জন ইউনিয়ন সমন্বয়কারী এবং ১০ জন প্রধান ঋণ সমন্বয়কারী। ১৯-২০ আগস্ট ঢাকা বিভাগে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় মোট ৭০ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এরমধ্যে ৩০ জন ইউনিয়ন সমন্বয়কারী এবং ২৭ জন প্রধান ঋণ সমন্বয়কারী। একই সময়ে সিলেট বিভাগে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ৮ জন ইউনিয়ন সমন্বয়কারী ও ৫ জন প্রধান ঋণ সমন্বয়কারী অংশগ্রহণ করেন।

২৮-২৯ আগস্ট রংপুর বিভাগে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় মোট ৩৯ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এরমধ্যে ২৩ জন ইউনিয়ন সমন্বয়কারী এবং ১৬ জন প্রধান ঋণ সমন্বয়কারী। ৫-৬ সেপ্টেম্বর রাজশাহী বিভাগে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় মোট ৩১ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এরমধ্যে ১৭ জন ইউনিয়ন সমন্বয়কারী এবং ২৪ জন প্রধান ঋণ সমন্বয়কারী। ১২-১৩ সেপ্টেম্বর খুলনা বিভাগে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় মোট ৪৩ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এরমধ্যে ২৫ জন ইউনিয়ন সমন্বয়কারী এবং ১৮ জন প্রধান ঋণ সমন্বয়কারী।

ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম

২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে শুরু করে আগস্ট ২০১৫ পর্যন্ত ৪১৩ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে। বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে ভিক্ষুকদের মাসিক আয় দাঁড়িয়েছে গড়ে প্রায় ৪,০০০ টাকা।

কর্মসূচি সম্প্রসারণ

সম্প্রতি সহযোগী সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর আওতাধীন কর্মএলাকা মাণিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলাধীন জামির্তা ইউনিয়নকে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির ১৪৪ তম ইউনিয়ন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে ২৫৯ জন স্বাস্থ্যসহকারী ও ১,৭২০ জন স্বাস্থ্যসেবিকা নিয়োজিত রয়েছেন। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫ প্রান্তিকে ৩৬,২৮১টি স্বাস্থ্যকার্ড বিক্রি করা হয়েছে, ৫,৪৯০টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক, ১,১৫৫টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং ৩৯টি স্বাস্থ্য-ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে।

শিক্ষা কার্যক্রম

২০১৫ শিক্ষাবর্ষে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪,১৪৬টি বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্রে ১,১৫,৭০৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়মিত পাঠদান করা হচ্ছে।

কারিগরি প্রশিক্ষণ ও যুব উন্নয়ন কার্যক্রম

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫ প্রান্তিকে ৮টি ব্যাচে ১১৪ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো ৪০ জনের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। যুব উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫ প্রান্তিকে ১৯ জন বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে ও ৫৫ জনের আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

বন্ধুচুলা ও সোলার কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে আগস্ট পর্যন্ত ৬,১৯৭টি খানায় বন্ধুচুলা এবং ৭,১৬২টি খানায় সোলার হোম-সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে ৯০টি সংস্থা থেকে ২,৫০৩ জনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

ঋণ বিতরণ কার্যক্রম

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮৫ কোটি টাকা। সহযোগী সংস্থা হতে আগস্ট মাসে ৩৬ কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম

এই কার্যক্রমের আওতায় আগস্ট ২০১৫ পর্যন্ত সদস্যরা প্রায় ১.৪৮ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করেছে। বর্তমানে ২,৪৮৩ জন সদস্য ১৫৭.১৫ লক্ষ টাকা ব্যাংক হিসাবে সঞ্চয় জমা করেছেন।

স্বাবলম্বী শনু ব্যানার্জী'র গল্প

দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে শনু ব্যানার্জী সর্বকনিষ্ঠ। তার জন্মের কিছুদিন পর তার বাবা মৃত্যুবরণ করেন। বাবার অবর্তমানে বড় ভাই তাকে লালন-পালন করেন। বড় ভাই ও ভাবী হুগলীছড়া চা বাগানে অস্থায়ী ভিত্তিতে চা শ্রমিকের কাজ করতেন। শনু নিজেও বড় হয়ে চা বাগানে অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজে যোগদান করেন। দুই সন্তান নিয়ে ভালভাবে সংসার চলতে থাকে শনুর। ৩০-৩২ বছর বয়সে একদিন বাগানে কাজ করতে গিয়ে শনু ব্যানার্জী বুকের ব্যথায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালের ডাক্তার তাঁকে ভারী কাজ না করার পরামর্শ দেন। শনু ব্যানার্জী চা বাগানের কাজ ছেড়ে দেন। কিছুদিন পর পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি বড় ভাই মারা যান। সংসারে অভাব-অনটন নেমে আসে। ৬ সদস্যের সংসার চালাতে গিয়ে শনু ব্যানার্জী নিরুপায় হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেন। একসময় পিকেএসএফ-এর **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হন এবং ১,০০,০০০ টাকা অনুদান গ্রহণ করেন। অনুদানের টাকায় তিনি একটি ভ্যান ও একটি গাভী ক্রয় করেন এবং নিজের বাড়ির সামনে একটি মুদির দোকান করেন। বর্তমানে তাঁর মাসিক আয় ৬,০০০ হতে ৭,০০০ টাকা। শনু ব্যানার্জী এখন আর ভিক্ষা করেন না। প্রতি মাসে তিনি সোনালী ব্যাংকে ৫০০ টাকা করে সঞ্চয় করছেন। ছেলে মেয়েদের স্কুলে দিয়েছেন। বর্তমানে সমাজে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। আত্ম-মর্যাদার গৌরবে উদ্ভাসিত শনু ব্যানার্জী এখন ইউনিয়নের অনেকেরই প্রেরণার উৎস।

ইউপিপি-উজ্জীবিত কার্যক্রম

ইউপিপি-উজ্জীবিত কার্যক্রম পরিদর্শন

বিগত ২৬-৩০ জুলাই ২০১৫ ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন-এর প্রতিনিধি জনাব মঞ্জুরুল আলম ও মিস গেইল রাজশাহী জেলায় **ইউপিপি-উজ্জীবিত** প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থা **শতফুল বাংলাদেশ** এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় **প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি**-এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় প্রতিনিধিদল **শতফুল বাংলাদেশ**-এর মোহনপুর উপজেলায় শ্যামপুরহাট শাখা এবং **প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি**-এর সদর উপজেলায় মহারাজপুর শাখার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এছাড়াও, বাগমারা উপজেলার আউশপাড়া ও গোবিন্দপাড়া ইউনিয়ন এবং শিবগঞ্জ উপজেলার শ্যামপুর ও কানসাট ইউনিয়নে আরইআরএমপি-২ এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনে জনাব এ কে এম নুরুজ্জামান, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী উক্ত প্রতিনিধিদলের সফরসঙ্গী ছিলেন। এছাড়াও, জনাব মোঃ মুকিত-উল হাফিজ, এপিসি এবং ডাঃ মোঃ ফয়জুল তারিক চৌধুরী, এপিসি পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন-এর প্রতিনিধি **ইউপিপি-উজ্জীবিত**ভুক্ত এবং আরইআরএমপি-২ভুক্ত সমিতি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি প্রকল্পভুক্ত অতিদরিদ্র সদস্যদের সাথে প্রকল্প বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও, সেলাই ও বসতবাড়িতে সবজি চাষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য, অনুদানের মাধ্যমে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন বাস্তবায়নকারী সদস্য এবং বসতবাড়িতে সবজি চাষে নিয়োজিত সদস্য কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন। অতিদরিদ্র সদস্যদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষাসহ দক্ষতা উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে জনাব মঞ্জুরুল আলম পরিদর্শনকালে অভিমত প্রদান করেন।

প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভা

বিগত ৩০ আগস্ট ২০১৫ স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব আব্দুল মালেক-এর সভাপতিত্বে প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন-এর খাদ্য নিরাপত্তা উপদেষ্টা জনাব মঞ্জুরুল আলম, আরইআরএমপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব সালমা শহীদ এবং জনাব এ কে এম নুরুজ্জামান, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী (ইউপিপি-উজ্জীবিত) উপস্থিত ছিলেন। সভায় এ প্রকল্পের ইউপিপি-উজ্জীবিত এবং আরইআরএমপি-২ কম্পোনেন্টের সর্বশেষ অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সভায় **উজ্জীবিত** প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক হওয়ায় সংশিষ্টদের ধন্যবাদ দেয়া হয় এবং অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ প্রকল্প বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

ইউপিপি-উজ্জীবিত কার্যক্রমের সমন্বয় সভা

বিগত ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ পিকেএসএফ ভবনে ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে **ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্টের আওতায় কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা** শীর্ষক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় **ইউপিপি-উজ্জীবিত** কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নকারী ৩৮টি সহযোগী সংস্থার প্রকল্প সমন্বয়কারীগণ উপস্থিত ছিলেন। জনাব গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম-২) সমন্বয় সভার উদ্বোধন করেন। সভায় জনাব এ কে এম নুরুজ্জামান, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী (ইউপিপি-উজ্জীবিত) এবং **উজ্জীবিত** সেলের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সমন্বয় সভায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বরাদ্দ এবং প্রোগ্রাম অফিসারদের প্রদত্ত কর্মপরিধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম-২) তাঁর বক্তব্যে বলেন, উন্নয়ন সহযোগী ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ১৭২৪টি ইউনিয়নে প্রায় ৩.২৫ লক্ষ অতিদরিদ্র সদস্যকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় পুষ্টির ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কারণ, বর্তমানে অপুষ্টির কারণে দেশের ৫ বছরের কম বয়সী ৪১ ভাগ শিশু খর্বাকৃতি হচ্ছে। তিনি বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রগতি অর্জন করলেও পুষ্টির ক্ষেত্রে এখনও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এজন্য পিকেএসএফ ভবিষ্যতেও পুষ্টি বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। তিনি বলেন, প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র সদস্যদের বিভিন্ন অকৃষিজ প্রশিক্ষণ এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড স্থাপনে বিভিন্ন অনুদান সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ বিষয়ে সহযোগী সংস্থা **এহেড সোশ্যাল অর্গানাইজেশন (এসো)**'র প্রকল্প সমন্বয়কারী সভাকে অবহিত করেন যে, সেলাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৭ জন সদস্যকে একটি ট্রাউজার কোম্পানীর সাথে বাজার সংযোগ তৈরি করে দেয়া হয়েছে। **টিএমএসএস**-এর প্রকল্প সমন্বয়কারী জানান, তাদের সেলাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনেক সদস্য স্থানীয় বাজারে তৈরি কাপড় বিক্রির পাশাপাশি ছিট কাপড়ের ব্যবসা করছে। **ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)**'র প্রকল্প সমন্বয়কারী সভাকে অবহিত করেন যে, এ প্রকল্পের আওতায় একটি ব্যাচে ২৫ জন কিশোরী মেয়েকে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তারা এখন নিয়মিত আয় করে নিজেদের লেখাপড়ার খরচ মেটাতে পারছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীগণের জন্য প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ-এর মূলস্রোত ও প্রকল্পসমূহের আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ চাহিদার আলোকে জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সময়কালে সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১১৭৭ জন কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীকে মোট ৫৪টি ব্যাচে নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণসমূহ প্রদান করা হয়েছে:

কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থীদের পর্যায়	ব্যাচের সংখ্যা	মেয়াদ (দিন)	সহযোগী সংস্থা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	ভেন্যু
উচ্চতর ক্ষুদ্রঋণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	১	৩	১৫	২৪	আইএনএম
এনজিও এবং এমএফআই-দের জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	৩	৫	৩৯	৫৬	পিকেএসএফ
আর্থিক পণ্যের নকশা প্রণয়ন ও বহুমুখীকরণ	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	১	৩	১১	২১	পিকেএসএফ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	১	৩	১১	২৩	পিকেএসএফ
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	শাখা কার্যালয়ে কর্মরত হিসাবরক্ষক	৭	৪	১২০	১৪৯	আইএনএম
দারিদ্র্য দূরীকরণে দলীয় গতিশীলতা: সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা	মাঠকর্মী	২৩	৫	৬৩	৫৫৭	ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নির্বাচিত ১২টি প্রশিক্ষণ ভেন্যু
ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও মাঝারি উদ্যোগ কার্যক্রম এবং ব্যবস্থাপনা	মাঠকর্মী	৭	৫	২২	১২৩	ঢাকার বাইরে নির্বাচিত ৫টি প্রশিক্ষণ ভেন্যু
সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা	মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	৪	৫	৬৫	৮২	আইএনএম
এনজিও-এমএফআই-এর কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের হিসাবরক্ষক ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক	৩	৫	৩৯	৬২	পিকেএসএফ
প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ	মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	৪	৫	৫৩	৮০	আইএনএম
মোট		**৫৪**	-----	**৪৩৮**	**১১৭৭**	

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণ

PACE প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ-এর এর ২৪ জন কর্মকর্তার জন্য **ক্ষুদ্র উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসা সম্প্রসারণ** শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স ২৮ জুন - ০২ জুলাই, ২০১৫ তারিখে প্রশিক্ষণ শাখার মাধ্যমে Bangladesh Institute of Management (BIM) ঢাকা-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজন করা হয়।

- International Fertilizer Development Center (IFDC) কর্তৃক Accelerating Agricultural Productivity Improvement (AAPI) প্রকল্পের আওতায় ধানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধান চাষে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার সংক্রান্ত কর্মকর্তা পর্যায়ের Training of Trainers (ToT) কোর্সের ২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ গত ৬-৭ এবং ৮-৯ জুলাই, ২০১৫ তারিখে কৃষি ল্যাবরেটরী বিল্ডিং, খামারবাড়ি এবং শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণ দু'টিতে পিকেএসএফ-এর ০৬ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কর্মকর্তাগণ হলেন- জনাব আফরোজা সুলতানা, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, জনাব তানভীর সুলতানা, ব্যবস্থাপক, জনাব আফরিন সুলতানা, ব্যবস্থাপক, জনাব মাহমুদা মোরশেদ, উপ-ব্যবস্থাপক, জনাব মোঃ মজনু সরকার, সহকারী ব্যবস্থাপক, জনাব মোঃ আলাউদ্দিন আহমেদ, এ্যাসিসট্যান্ট কো-অর্ডিনেটর, ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প।

- Asia Pacific Rural And Agricultural Credit Association (APRACA) কর্তৃক আয়োজিত Bangladesh capability building workshop on enhancing agricultural insurance access for smallhold farmers and entrepreneurs towards sustainable rural and agricultural development শীর্ষক দুই দিনব্যাপী কর্মশালায় পিকেএসএফ থেকে ৩ জন কর্মকর্তা জনাব মুহম্মদ হাসান খালেদ, মহাব্যবস্থাপক, তানভীর সুলতানা, ব্যবস্থাপক এবং এ.কে.এম. রাশেদুর রহমান, উপ-ব্যবস্থাপক অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালাটি গত ০৪-০৫ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে হোটেল পূর্বাণী, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

- জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ০৯-১৩ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে আয়োজিত Human Resource Management শীর্ষক প্রশিক্ষণে পিকেএসএফ থেকে জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, সহকারী ব্যবস্থাপক অংশগ্রহণ করেন।

- বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি-এর ব্যবস্থাপনা ও Centre on Integrated Rural Development for Asia and Pacific (CIRDAP)-এর সহযোগিতায় ২২ আগস্ট ২০১৫ তারিখে আয়োজিত Cross-talk on Digital Resources Management: Step towards Digital Bangladesh শীর্ষক সেমিনারে পিকেএসএফ-এর জনাব এ.টি.এম. হেমায়েতুর রহমান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক অংশগ্রহণ করেন।

- icddr,b এবং জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়-এর সহযোগিতায় সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ (CoE-UHC) এর আওতায় গত ১৬-২০ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে Universal Health Coverage শীর্ষক প্রশিক্ষণে ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পে কর্মরত জনাব মোঃ আলাউদ্দিন আহমেদ, সহকারী প্রকল্প সমন্বয়কারী অংশগ্রহণ করেন ।

• জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২৩ আগস্ট থেকে ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে আয়োজিত অফিস ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে পিকেএসএফ থেকে জনাব ফারহানা নবী, ব্যবস্থাপক ও জনাব মোঃ জিয়াউল হক চৌধুরী, সহকারী ব্যবস্থাপক অংশগ্রহণ করেন।

• বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক গত ১১-১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে আয়োজিত **সরকারি চাকরির অত্যাবশ্যকীয় নিয়মাবলী** শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে পিকেএসএফ থেকে জনাব মোঃ কামরুল হাসান, উপ-ব্যবস্থাপক এবং জনাব মোঃ মুসা চৌধুরী, সহকারী ব্যবস্থাপক অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ ভবনে বিদেশী প্রতিনিধিগণের জন্য আয়োজন

• National Defence College (NDC), India এর শীর্ষস্থানীয় ১৫ জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি দল ২৬ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ সফর করে। সফরকারী প্রতিনিধিদলের জন্য উক্ত তারিখে পিকেএসএফ ভবনে Bangladesh Economy and Role of PKSF in Poverty Alleviation বিষয়ক একটি অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়।

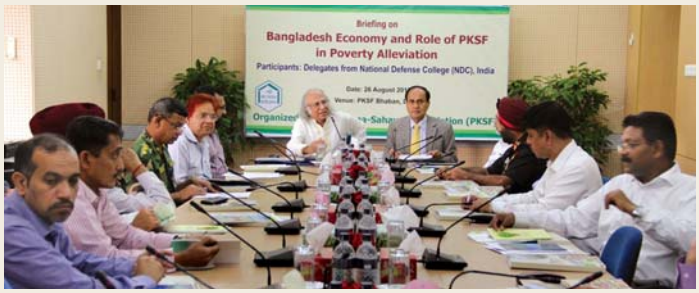

• Ritumeikan University, Japan-এর শিক্ষার্থী, Shota Yamada, গত ১৯ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে পিকেএসএফ-এ অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী সার্বিক কার্যক্রম বিষয়ে অবহিতকরণ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন।

• Aide to the Governor of DKI Jakarta (Legal), Indonesia থেকে একজন কর্মকর্তা Mr. Rian Ernest, SH গত ১৬-১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে পিকেএসএ ভবনে পিকেএসএফ এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ওপর অবহিতকরণ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে অংশগ্রহণ

• Ministry of Agriculture, Fisheries and Forestry of Cambodia, IFAD এবং PROCASUR, Cambodia কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত গত ১০-১২ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে Asia-Pacific Local Champions Exhibition-এ পিকেএসএফ থেকে জনাব মোশাররফ হোসেন, ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) অংশগ্রহণ করেন।

• Ministry of Finance of Indonesia and UNDP Bangkok Regional , IIED (International Institute for Environmental and Development এবং Development for International Development (DFID) এর যৌথ আয়োজনে গত ০১-০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত Asia-Pacific Regional Forum on Climate Change Finance and Sustainable Development, Jakarta Indonesia শীর্ষক ওয়ার্কশপে পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম-১) মহোদয় অংশগ্রহণ করেন।

• Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA) কর্তৃক গত ২১-২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে ব্যাংকক থাইল্যান্ডে আয়োজিত International Training on Risk Management & Agricultural Insurance শীর্ষক একটি ওয়ার্কশপে পিকেএসএফ থেকে জনাব মুহম্মদ হাসান খালেদ, মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) অংশগ্রহণ করেন।

ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৫ মোট ২ জন ইন্টার্নকে পিকেএসএফ-এ কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of Banking & Insurance এর EMBA ক্লাশের একজন ছাত্র এবং অপরজন আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর Department of Applied Sociology এর BSS (Hons.) শ্রেণির ছাত্র।

গবেষণা বিভাগ

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য অর্জনের পরিস্থিতি বিশেষণ করার জন্য পিকেএসএফ-এর গবেষণা বিভাগ দু'টি সহযোগী সংস্থা **টিএমএসএস** এবং **জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন**-এর কার্যক্রমের ওপর একটি গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণার বিষয় ছিলো, **পিকেএসএফ এবং অন্যান্য সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি**।

গবেষণায় সহযোগী সংস্থা দু'টির **জাগরণ** এবং **অগ্রসর** কর্মসূচির প্রত্যেকটি থেকে ৩৪২টি করে মোট ১৩৬৮টি খানাকে বহু পর্যায়ভিত্তিক স্তরিত নমুনায়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, খানাভুক্ত মোট কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর ৬৪ শতাংশ পূর্ণকালীন কর্মরত, ৩৪ শতাংশ খণ্ডকালীন কর্মরত এবং অবশিষ্ট ২ শতাংশ কর্মহীন। পূর্ণকালীন কর্মরত জনগোষ্ঠীর ৯৪ শতাংশ প্রায় সারা বছরব্যপী কর্মরত রয়েছেন। মৌসুমী ও অনিয়মিত এ দু'টির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে এ হার ৩ শতাংশ। জরিপকৃত খানার ৭৬ শতাংশ তাদের গৃহীত ঋণ ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

এছাড়া মোট কর্মসংস্থানের ৬৮ শতাংশ অগ্রসর এবং অবশিষ্ট অংশ জাগরণ কর্মসূচির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। অগ্রসরভুক্ত কর্মরতদের মধ্যে ৪৫ শতাংশ পূর্ণকালীন এবং অবশিষ্ট খণ্ডকালীন কর্মরত। সামগ্রিকভাবে নারী কর্মীর সংখ্যা ১৫ শতাংশ। বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে চলমান মূলধনের পরিমাণ বিবেচনায় সামগ্রিকভাবে টিএমএসএস এবং জেসিএফ-এর অবদান ৩২ শতাংশ। যেখানে টিএমএসএস-এর অবদান ৩১ শতাংশ এবং জেসিএফ-এর অবদান ৩৩ শতাংশ। পূর্ণকালীন সমতুল্য (full-time equivalent) এর ক্ষেত্রে টিএমএসএস-এর মাধ্যমে ০.৭৩ এবং জেসিএফ-এর মাধ্যমে ০.৬০ এবং সামগ্রিকভাবে ০.৬৭ শতাংশ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। খানা প্রতি পূর্ণকালীন সমতুল্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে ০.৬৮ এবং অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে ০.৭০ এবং সামগ্রিকভাবে ০.৬৭ হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। মোট নিয়োগকৃত কর্মচারীর মধ্যে ৬৮ শতাংশ দৈনিক ভিত্তিতে, ১৬ শতাংশ মাসিক ভিত্তিতে, ৫ শতাংশ ঘণ্টা ভিত্তিতে এবং ৪ শতাংশ বার্ষিক ও ৪ শতাংশ সাপ্তাহিক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত। অবশিষ্ট অংশ চুক্তি ও মৌসুমভিত্তিক নিয়োগ প্রাপ্ত। গবেষণাতে দেখা গিয়েছে পুরুষের পারিশ্রমিক নারীর পারিশ্রমিকের চাইতে প্রায় ৬৮ শতাংশ বেশি। মোট কর্মীদের মাত্র ৩ শতাংশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ: পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের জুলাই ২০১৫ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ১৬৭৫.২৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থায় ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২১৮২৩৭.৩৭ মিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৮.৯৫ ভাগ। নিচে জুলাই ২০১৫ পর্যন্ত ফাউণ্ডেশনের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ - সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ - সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ (প্রকল্প)		
বুনিয়াদ	১৫৩২৪.৪০	৩০৭২.৪৫
জাগরণ	৯৫৮১১.৬৯	১৭৮১৯.১২
অগ্রসর	৩১৫৩০.৩০	১০২০৭.৪১
সাহস	৬৩৮.২০	১৯৮.০০
সুফলন	৫৩৭৮৯.৭০	৫৮৭১.৩৭
কেজিএফ	২৯৮০.০০	৭১১.০০
সমৃদ্ধি	৮২৫.২০	৫৭৪.৫২
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	২৯৩০.৭৩	২৭.১৩
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ)	**২০৩৮৩০.২১**	**৩৮৪৮০.৯৯**
প্রকল্পসমূহ		
ইফরাপ	১১২২.৫০	১৫.৫৯
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
লিফট	৫৩৪.০৮	২২৯.৯২
লিফট (সহযোগী সংস্থা নয়)	৭০.৭২	৩০.৮০
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
এমএফএমএসএফপি	৩৬১৯.৬০	১২১.৯০
এমএফটিএসপি	২৬০২.৩০	৩.৬০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৮৭.৪৭
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	**৬৭১.৩২**	**০.০৩**
মোট (প্রকল্পসমূহ)	**১৪৪০৭.১৬**	**৪৮৯.৮৬**
সর্বমোট	**২১৮২৩৭.৩৭**	**৩৮৯৭০.৮৫০**

কার্যক্রম/প্রকল্প	ঋণ বিতরণ (২০১৪-১৫) জুলাই ২০১৪ পর্যন্ত (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণ বিতরণ (২০১৫-১৬) জুলাই ২০১৫ পর্যন্ত (মিলিয়ন টাকায়)
বুনিয়াদ	১১০.৫০	১৩৬.৫০
জাগরণ	৪৪৪.৮০	৬৯৫.৫০
অগ্রসর	২৯৩.২০	৪৮৫.৫০
সুফলন	৩০৮.০০	২৯১.০০
সাহস-ডিএমএল	০.০০	১০.০০
কেজিএফ	০.০০	১০.০০
সমৃদ্ধি	৫.০০	৩৬.৭৯
প্রাতিষ্ঠানিক	০.০০	০.০০
লিফট	৫.০০	১০.০০
মোট	১১৬৬.৫০	১৬৭৫.২৯

ঋণ বিতরণ: সহযোগী সংস্থা –ঋণ গ্রহীতা সদস্য

২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই ২০১৫ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ১৩.৬৫ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এ সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ১৯৮৩.৫৭ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার ৯৯.৬৭। জুলাই ২০১৫ পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা সদস্যের সংখ্যা ৮.৫৫ মিলিয়ন, যাদের মধ্যে শতকরা ৯১.১৮ জনই মহিলা।

Component-wiseLoan Disbursement in FY 2014-15 (Up to July-2014) Million Taka

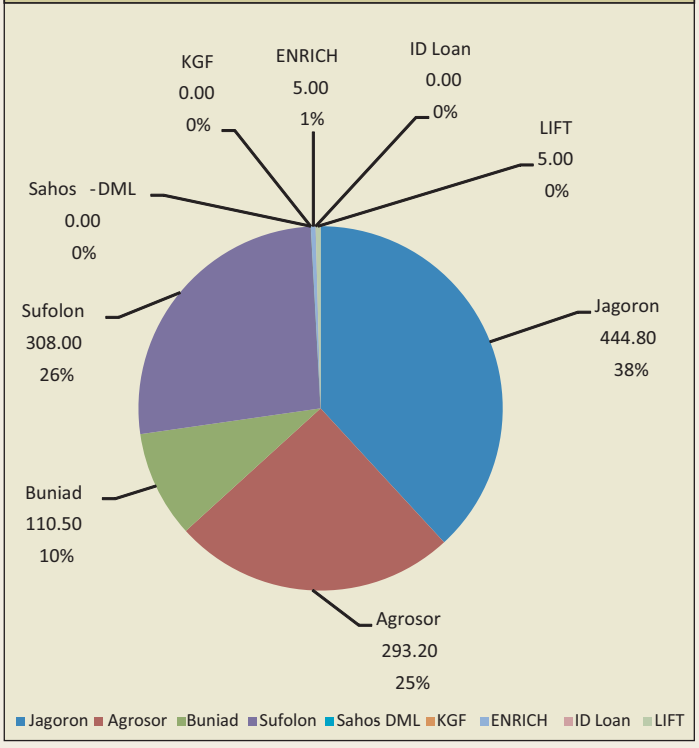

Component-wiseLoan Disbursement in FY 2015-16 (Up to July-2015) Million Taka

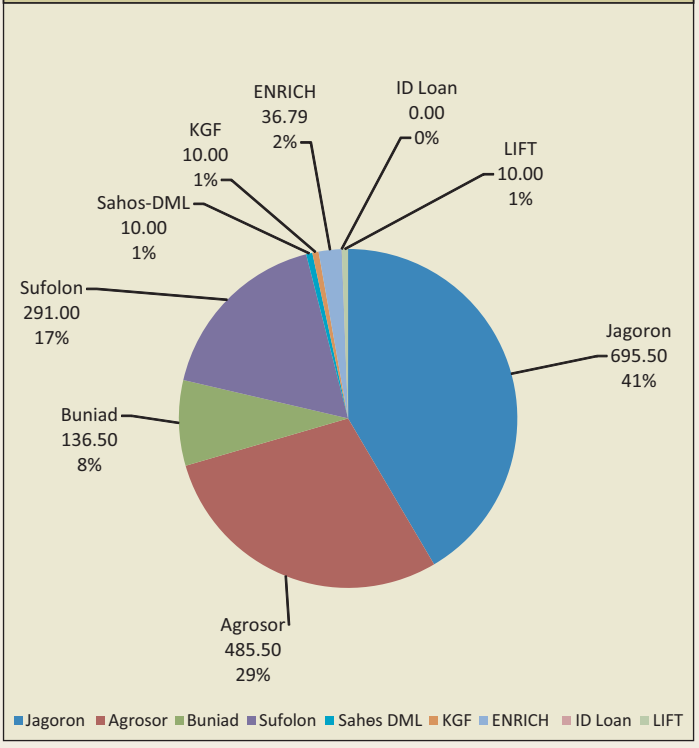

পিকেএসএফ প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গত দুই দশকে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সভাপতি
জনাব মোঃ আবদুল করিম (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)	সদস্য
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার	সদস্য
ড. এ.কে.এম. নূর-উন-নবী	সদস্য
জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ	সদস্য
ড. এম.এ. কাশেম	সদস্য
মিজ. নিহাদ কবির	সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশক : জনাব মোঃ আবদুল করিম
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদক : অধ্যাপক শফি আহমেদ

সদস্য : মাসুম আল জাকী
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা

বুক পোস্ট

SEIP: পিকেএসএফ-এর নতুন প্রকল্প

দেশের পশ্চাৎপদ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে চাহিদা-তাড়িত দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং চাকুরিতে সংস্থাপনের লক্ষ্যে পিকেএসএফ কর্তৃক Skills for Employment Investment Program (SEIP) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত ৭ মে, ২০১৫ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে SEIP প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়। SEIP প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা-তাড়িত দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্য হতে কমপক্ষে ৭০ শতাংশের চাকুরিতে সংস্থাপন (স্ব-কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান) নিশ্চিত করে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবার ও ব্যক্তির মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। যাতে তারা টেকসইভাবে নিজ নিজ জীবনমান উন্নয়নে সক্ষম হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের 'অর্থ বিভাগ' SEIP প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নির্বাহী প্রতিষ্ঠান (এক্সিকিউটিভ এজেন্সী) হিসেবে কাজ করছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বিভাগের সার্বিক নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠিত Skill Development Coordination and Monitoring Unit (SDCMU) নামে একটি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত রয়েছে। SDCMU-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে, যার মধ্যে পিকেএসএফ অন্যতম। প্রকল্পটিতে যৌথভাবে অর্থায়ন করছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ সরকার এবং Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)।

প্রকল্পের আওতায় ১ম ধাপে পিকেএসএফ কর্তৃক তিন বৎসরে ১০,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। SEIP প্রকল্প হতে পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমভুক্ত পরিবারের তরুণদের ৩ মাস ও ৬ মাস মেয়াদি ১৩টি কোর্সে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ সংশিষ্ট যাবতীয় ব্যয় প্রকল্প হতে বহন করা হবে।

সর্বশেষ অগ্রগতি

বিগত ১৬ আগস্ট ২০১৪ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে SEIP প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ফাউন্ডেশনের নির্বাচিত ৮৩টি সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিগণসহ পিকেএসএফ-এর সংশিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। বিগত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম-১) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে SEIP প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাদের সাথে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন। সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে।

SEIP প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য Expression of Interest মূল্যায়নের আলোকে বিস্তারিত প্রকল্প প্রস্তাবনা Request for Proposal (RFP) আহবান করা হয়। সর্বমোট ৪৪টি প্রতিষ্ঠান RFP দাখিল করেছে। RFP দাখিলকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে একটি RFP মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের জন্যে ইতোমধ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালাটি সহযোগী সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে।